যায়যায়দিন

তারিখ 20 JAN 2007
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

# উদ্বোধনের আগেই বিকল হয়ে পড়েছে ইসলামী ইউনিভার্সিটির ইন্টারনেট ব্যবস্থা

আজিজুর রহমান অনুপ ইবি

উদ্বোধনের আগেই বিকল হয়ে পড়েছে ইসলামী ইউনিভার্সিটির বহুল আলোচিত ইন্টারনেট ব্যবস্থা। গত বছরের মে মাসে ইন্টারনেটের সব কাজ শেষ হলেও কর্তৃপক্ষ সবার জন্য চালু করেনি। এদিকে একই বছরের ২০ ডিসেম্বর ইন্টারনেটের অনলাইন ইউপিএস নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে ইউনিভার্সিটির প্রায় ৩৫ লাখেরও বেশি টাকা গচ্চা গেছে বলে ইন্টারনেট বাস্তবায়ন কমিটি সূত্রে জানা গেছে।

তথ্য প্রযুক্তির চরমোৎকর্ষতার এ যুগেও ইবির প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী ইন্টারনেটের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। প্রতিষ্ঠার ১৬ বছর পর ১৯৯৬ সালে এখানে ইন্টারনেট চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়। তখন প্রায় সাড়ে পাচ কোটি টাকা ব্যয়ে ইন্টারনেট সামগ্রী ও অনেক কমপিউটার কেনা হয়। কিন্তু এ সময় বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের রুম থেকে ইন্টারনেট সামগ্রী ও সব ক'টি কমপিউটার কিছু অসাধু শিক্ষক-কর্মচারীর সহযোগিতায় চুরি হয়ে যায় বলে জানা গেছে। এরপরই ইন্টারনেট প্রক্রিয়া মুখ থুবড়ে পড়ে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ২০০০ সালে বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের রুম থেকে ইন্টারনেটের অংশ হিসেবে অফলাইন (ই-মেইল) সার্ভিস চালু করে। পরে সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমানের নির্দেশে এটি তার বাংলোয় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না করায় এটিও নষ্ট হয়ে যায়।

অবশেষে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে ইন্টারনেট চালু করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটি ইন্টারনেটের জন্য প্রজেক্ট কনসেপ্ট পেপার (পিসিপি) তৈরি করে, পরে তা সিন্ডিকেটের সভায় অনুমোদিত হয়। এর ভিত্তিতে ২০০৫ সালে ইন্টারনেটের জন্য একটি টেন্ডার আহ্বান করা হয়। ২০০৫ সালের জুন মাসে সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে ঢাকার ডিএনএস স্যাটকম কম্পানিকে ইন্টারনেটের কার্যাদেশের দায়িত্ব দেয়া হয়। এ কম্পানি ইন্টারনেটের অংশ হিসেবে ২০০৬ সালের ১৫ মে একটি স্যাটেলাইট লিঙ্ক চালু করে। যেখান থেকে পুরো ইউনিভার্সিটিকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা হবে বলে ইন্টারনেট বাস্তবায়ন কমিটি সূত্রে জানা গেছে।

কিন্তু ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য এখনো কোনো দফতর নির্ধারণ বা কোনো চূড়ান্ত নীতিমালাও প্রস্তুত করা হয়নি। এছাড়াও ইন্টারনেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় টেকনিকাল পদে লোকও নিয়োগ দেয়া হয়নি। তবে গত আগস্ট মাসে পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি বিভাগে এর সংযোগ দেয়া হয়। যার পেছনে ইউনিভার্সিটির মাসে ব্যয় হয় এক লাখ ৩০ হাজার টাকা।

যদি সারা ক্যাম্পাসে ইন্টারনেটের সংযোগ দেয়া হতো তবে এ একই পরিমাণ টাকা খরচ হতো। এছাড়া গত আগস্ট মাস থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু হলেও তা আবার গত বছরের ২০ ডিসেম্বর নষ্ট হয়ে যায়। যে জন্য হাটি হাটি পা পা করে যে ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছিল তাও আবার মুখ থুবড়ে পড়লো। এর পেছনে খরচ হওয়া ৩৫ লাখ টাকাও গচ্চা গেল বলে ইন্টারনেট বাস্তবায়ন কমিটি জানায়।

এদিকে তিন মাস আগে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার সব কাজ শেষ হয়ে গেছে বলে ইন্টারনেট বাস্তবায়ন কমিটি দাবি করেছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, ইন্টারনেটের সংযোগের জন্য বিভিন্ন অনুষদ ভবনে, বিভাগে, আবাসিক হলসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এখনো লাইন টানা হচ্ছে। তবে সংযোগ দেয়া হয়েছে শুধু ইন্টারনেট বাস্তবায়ন কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে।